শুদ্ধ সঙ্গীতের তরী বেয়ে চলেছেন সাধন সরকার

শুভময় রায়

বাংলার বাণী
১০ মে ১৯৮৯

সাধন সরকার

খুলনার সাংস্কৃতিক জীবনে সাধন সরকার একটি বিশিষ্ট নাম, একটি অধ্যায়। পিতৃহীন শৈশব কেটেছে দারিদ্র্যে-যৌবনে এসে দেখলেন সঙ্গীতের তরীতে যাত্রী হয়েছেন অনির্দিষ্টের-সেখানে অর্থ নেই, বিত্ত নেই, বৈভব নেই। কিন্তু ভালবাসা আছে। সেই ভালবাসা আর সঙ্গীতের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ নিয়ে এখনও পথ চলছেন সাধন সরকার। থাকেন দক্ষিণাঞ্চলে, সেখানে রাজধানীর প্রচার নেই, অনেকটা অবহেলায়, লোক চক্ষুর অন্তরালে, নিভৃতে। কিন্তু বোধ করি সুখে আছেন-দীর্ঘ সঙ্গী জীবনে একদল অনুরাগী ছাত্র গড়তে পেরেছেন, যাদের ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকায় এলে তাঁর মুখোমুখি হই। বাংলার বাণীর পাঠকের জন্য তিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে বললেন, আমার জন্ম খুলনায়। বাবা খুলনায় একটা ছোট বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন, সেটারই একাংশ ভাড়া দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে আমাদের দিন কেটে যেত। খুলনায় তখন ছিলেন মুন্সী রইস উদ্দীন। অত্যন্ত সজ্জন ও স্নেহ প্রবণ গুরু। একদিন এক বন্ধুর সাথে গেলাম তাঁর কাছে গান শিখবো বলে। অবশ্য এর আগে দিনকতক বাঁশি শিখতাম কিশোরী মোহন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি অল্প কিন্তর সব যন্ত্রই বাজাতে পারতেন। উনি চলে গেলে মুন্সী সাহেবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করি। কিছুদিন পর মুন্সী সাহেব ঢাকা চলে এলেন। পরে কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গানের আলাপ শিখতে থাকি। তার সাহচর্যে এসে সেতারও শেখা হয়। তবলাও শিখি। এভাবেই আমার মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটা ভিত গড়ে ওঠে। এক সময় তিনি কলকাতা চলে যান। তারপর থেকে নিজের চেষ্টায় সঙ্গীত সাধনা চলতে থাকে। এখনো চলছে।

আমরা তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছি। যৌবনের আহবানই অন্য রকম। সেসময় কিছু একটা করার বাসনায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। এরকম একটা অনুপ্রেরণা থেকে আমরা ক'বন্ধু-আমি, শামসুল হুদা (চিত্রাভিনেতা গোলাম মোস্তফার ভাই), আলতাফ হোসেন, জাহিদুল হক, হাসান (ডাক নাম ঝুনু). আমরা ক'জনে মিলে অগ্রণী শিল্পী সংঘ নামে একটা সংঘ গড়ে তুলি। কিন্তু কর্মব্যপদেশে বন্ধুরা সব নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলে অগ্রণী সংঘ ভেঙ্গে যায়। তারপর আবদুল গফুর সাহেবের উৎসাহে সাহচর্যে 'নয়া সংস্কৃতি সংসদ' নামে একটা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেখানেই এসে জড়ো হই সবাই। এখানে আমরা বেশ উৎসাহ- উদ্দীপনা নিয়ে কিছুদিন কাজ করলাম। এরপর ১৯৬৩/৬৪ সালের দিকে 'সন্দীপন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে' নাজিম মাহমুদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। নাজিম মাহমুদ সন্দীপনের জন্যে একটা উদ্বোধনী গান লিখে দিল, আমি সুর করলাম। সভা টভা শুরুর আগে এই গান গেয়ে নেওয়া হতো। সন্দীপনের শুক্রবারে একটা আসর বসতো, সেখানে নানা বিষয়-কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচিত গান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হতো। নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট চলতো বিভিন্ন বিষয়ে। তখন একুশের গান, ভিয়েতনামের সংগ্রামী গান, শান্তির গান-এরকম হরেক রকম গান কবিতা লেখা হতো। আমার কাজ ছিল এসব গানে সুর জুড়ে দেয়া।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসব গান সমবেত কণ্ঠে গীত হতো। তারপর '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের ঢেউ এসে লাগলো খুলনাতেও। আমার সুরারোপিত বিভিন্ন গান খুলনা, বাগেরহাট প্রভৃতি জায়গায় নানা সভা সমাবেশে গাওয়া হতে লাগলো, জনগণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো।

খুলনায় '৮৭ সালে রবীন্দ্রমেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হলে উদ্যোক্তারা আমার খোঁজ করেন। আমিও সানন্দে রাজী হয়ে যাই। আশৈশব রবীন্দ্রনাথ আমার মননে ঠাঁই নিয়েছেন। কাজেই এরকম একটা মেলায় জড়িত হতে পেরে আমি কৃতার্থ বোধ করেছিলাম। মেলায় শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রানাথের 'বাউল গান' বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের অনেক গান গেয়ে শোনান। এসেছিলেন কনিকা বন্দোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

দু'দিনের এ মেলার পরপরই আবার জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে ঢাকা থেকে এসেছিলেন সনজিদা খাতুন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। কবি শামসুর রাহমান এসেছিলেন। আরো অনেকের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

নবীন শিল্পীদের বলবো, আগেই প্রচারে না যেয়ে তারা যেন নিজেদের ঠিকমত প্রস্তুত করে নেয়। গানের ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যালটা অত্যন্ত জরুরী একটা অনুশীলন। ক্লাসিক্যালের ভিত মজবুত না হলে গান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সস্তা প্রচারের যুগে নতুনদের অধিকাংশই নিজেকে প্রস্তুত না করে ক্যাসেট বের করায় মন দিচ্ছে-ফলে গানের মান নীচে নেমে যাচ্ছে। সাধনাই হলো বড় কথা। আগে প্রচার নয়, আগে অনুশীলন-একথাটাই নতুন শিল্পীদের বলতে চাই।

Shadhan Sarker

A celebrated Artiste

Special Correspondent

It is a name that can not be underestimated when the question of cultural awakening among the people of Khulna arises. It is a name which people from all walks of life love and respect from the core of their heart. In the cultural domain the name of Sree Shadhan Sarker is very popular not only for the reason that he is polite and sincere, but also a celebrated artiste of Tagore song who has dedicated his entire life for the cause he stands for.

The Daily Tribune

14 May, 1989

Not bothering for wealth he could earn immensely had he been in other profession than the cultural world Shadhan Sarker has sacrificed his life for bringing about a radical change in social order through his thoughts and works.

He spent his early life in abject poverty after the death of his father. Since then he resigned to his fate and started his journey towards the goal. His love for Tagore songs has held him high esteem in every nook and corner of the country.

But fact remain that he is deprived of what he really deserves. He has never got wide publicity for his unchallengeable achievements in the cultural field. It is probably because he does not live in Dhaka. It is probably because that he is a suffering artiste failing to provide the thing needed for cheap publicity.

Yet this celebrated artiste is contented with his creation. Because, he is a create talent in the work he does.

He is happy because he has been successful in building up his career for the ambition he cherishes.

Shadhan Sarker was born in Khulna. The death of his father left him in uncertainty.

economic condition.

Ustad Munshi Raisuddin was the first man who inspired Shadhan Sarker for learning songs. 'Kishori Mohan Banerjee and Kalidas Chatterjee were the next two men who largely contributed for my achievement'says Shadhan Sarker.

In the prime of his life Shadhan Sarker founded a cultural club under the name and style 'Agrani Shilpi Shangha. ' Later, he founded another progressive cultural organisation under the name and style 'Naya Sangskritic Sangsad'. In 1964 he floated another cultural organisation 'Swandipan' with active co-operation of professor Nazim Mahmood.

Babu Shadhan Sarker has an advice for the new generation to avoid cheap popularity before knowing what is classical. Meditation and dedication is key to success, he said.

জন্মভূমি

১৫ নভেম্বর ১৯৮৯

শুক্রবার শিল্পী সাধন সরকার-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান "জন্মভূমি"

।। জন্মভূমি রিপোর্ট ।।

আগামী শুক্রবার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সাধন সরকারের ষাট বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে খুলনা চারনিক শিল্পী গোষ্ঠি এক সংবর্ধনার আয়োজন করেছে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বি, এম এ মিলনায়তনে সন্ধ্যা ছ'টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জানান হয়েছে। ১৫ নভে. ১৯৮৯ ইং

দৈনিক পূর্বাঞ্চল

৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৯

সাধন সরকারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

।। ষ্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল সন্ধ্যায় খুলনা চারনিক শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে বিএমএ মিলনায়তনে সঙ্গীতাচার্য শ্রী সাধন সরকারের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান। বক্তৃতা করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি শিবনাথ বোস, অধ্যাপক সুশান্ত সরকার।

সঙ্গীত ভুবনের আর এক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপিকা মুক্তি মজুমদার সাধন সরকারের স্মৃতি চারন করতে গিয়ে বলেন, অধুনা বাংলাদেশের সমাজের পটভূমিকায় শ্রী সাধন সরকার একজন প্রচার বিমুখ সৃজনশীল ও আপোষহীন শিল্পী ও সুর সাধক। তিনি মূলতঃ ধ্রুপদী সঙ্গীতের কীর্তিমান পুরুষ হয়েও বিরল সাফল্যের সাথে খেয়াল, ঠুংরী, লোক সঙ্গীত ও গন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বলেন, তাঁর কণ্ঠের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগে দেশের সকল সংস্কৃতিমনা মানুষকে সাধন সরকার সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় হওয়ার সময় একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।

সংবর্ধনার জবাবে শ্রী সাধন সরকার বলেন, অপসৃয়মান গুরু-শিষ্যের চিরায়ত সম্পর্কটি পুনরুদ্ধার করতে প্রয়াসী হওয়ার চারনিক শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সাধন সরকারের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সুরারোপিত ২০টি সঙ্গীত পরিবেশন করে। উপহার হিসেবে ৫ হাজার ১ টাকা, ১টা শাল ও ১ টা প্রতীক প্রদান করা হয়।

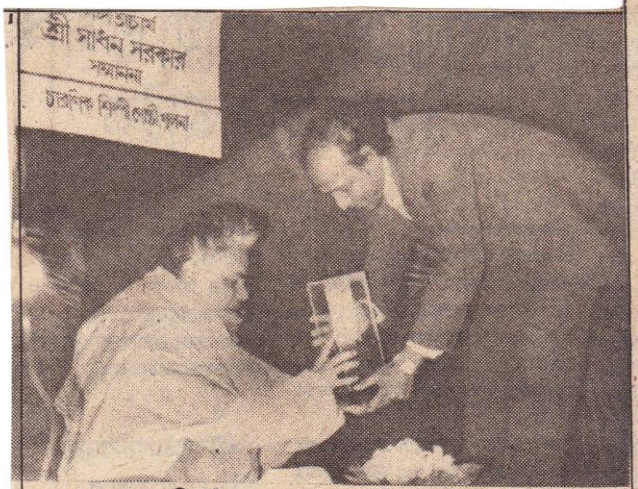

গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় বি এম এ মিলনায়তনে চারনিক শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত সঙ্গীতাচার্য শ্রী সাধন সরকারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি আব্দুল মান্নান শিল্পীকে স্মৃতি ফলক উপহার দিচ্ছেন। -পূর্বাঞ্চল

জন্মভূমি

৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৯

সঙ্গীত জগতে সাধনের দৃষ্টান্ত খুবই দুর্লভ

—মুক্তি মজুমদার

॥ জন্মভূমি রিপোর্ট ॥

'প্রচার বিমুখ, সৃজনশীল, আপোষহীন শিল্পী ও সুর সাধক সাধন সরকার বাংলাদেশের সংগীত জগতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। অথচ বিরল প্রতিভার ও আত্মমগ্ন এই সুর শ্রষ্ঠা কণ্ঠশিল্পীর যথাযথ মূল্যায়ণ করা হয়নি।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যেয় স্থানীয় বি, এম, এ মিলনায়তনে সঙ্গীতাচার্য শ্রী সাধন সরকার সম্মাননা অনুষ্ঠানে স্মৃতি চারনে অধ্যাপিকা মুক্তি মজুমদার উল্লেখিত মতামত ব্যক্ত করেন।

চারনিক শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকা মজুমদার আরও বলেন, উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী উচ্চাঙ্গ ও লোক সঙ্গীতের দ্বি-ধারায় এই বরেন্য শিল্পী যে দক্ষ পদচারণার নজীর রেখেছেন তার দৃষ্টিতে দেশে বিদেশে খুবই দুর্লভ।

সম্মাননা অনুষ্ঠানের প্রতি ক্রিয়া ব্যক্ত করে শ্রী সাধন সরকার বলেন, সমগ্র দেশে যখন মূল্যবোধের অবক্ষয়ের স্রোত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে তখন আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীরা অপসৃয়মান গুরু-শিষ্যের চিরায়িত সম্পর্ক টিকে পুণরুদ্ধার করতে প্রয়াসী হয়েছে তার জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত।

অনুষ্ঠানে চারনিক শিল্পী গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি শিবনাথ বোস, উপদেষ্টা অধ্যাপক সুশান্ত সরকার সাধন সরকারের বিভিন্ন শিল্পী দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য করেন। চারনিক শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাধন সরকারকে ৫০০১ টাকার একটি চেক, একটি শাল ও প্রতীক উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাধন সরকারের সুরারোপত ২০টি সংগীত তার ছাত্র ছাত্রীরা পরিবেশন করেন।